

া মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৪৭৩

পর্ব-২৭: ফিতনাহ (كتاب الْفَتَن)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - কিয়ামতের পূর্বলক্ষণসমূহ এবং দাজ্জালের বর্ণনা

الفصل الاول (بَابُ الْعَلَامَاتِ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ وَذِكْرِ الدَّجَّالِ)

আরবী

وَعَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ» . مُتَّفق عَلَيْهِ. وَزَاد فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ» . مُتَّفق عَلَيْهِ. وَزَاد مُسلم: «إِن الدجالَ ممسوحُ العينِ عَلَيْهَا ظفرةُ غليظةٌ مَكْتُوب بَين عَيْنَيْهِ كَافِر يَقْرَقُهُ كَلُ مُؤمن كاتبٌ وَغير كَاتب»

متفق عليم ، رواه البخارى (7131) و مسلم (102 ء 105 / 2934)، (7367 و 7368)

(مُتَّفق عَلَيْهِ)

বাংলা

৫৪৭৩-[১০] হ্যায়ফাহ্ (রাঃ) নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সা.) বলেছেন: দাজ্জাল নিজের সাথে পানি ও আগুন নিয়ে বের হবে। মানুষ দৃশ্যত যা পানি ধারণা করবে, মূলত তা হবে জ্বলন্ত আগুন। আর মানুষ যা আগুন ধারণা করবে, বাস্তবে তা হবে ঠাগু মিষ্টি পানি। অতএব তোমাদের যে কেউ সেই দাজ্জালের যুগ পাবে, সে যেন যা আগুন দেখতে পায় তাতে প্রবেশ করে। কেননা তা হবে সুস্বাদু মিষ্ট পানি। (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ মুসলিমে এতে আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, দাজ্জাল হবে মুদিত চক্ষুবিশিষ্ট। তার চক্ষুর উপর নখ পরিমাণ মোটা চামড়া থাকবে, চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে লেখা থাকবে কাফির। প্রত্যেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুমিন তা পড়তে পারবে।



ফুটনোট

সহীহ: বুখারী ৭১৩০, মুসলিম ১০৭-(২৯৩৪/২৯৩৫)।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارً) "দাজ্জাল বের হবে এবং তার সাথে থাকবে পানি এবং আগুন।" (إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارً) পানি বলতে বুঝানো হয়েছে পানি থেকে উৎপন্ন নি'আমাত সামগ্রী।

পূর্বের হাদীসে বাহ্যিকভাবে যাকে জান্নাত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যারা তার অনুসরণ করবে তারা তাই চাবে। আর (نَارًا) আগুন বলতে বুঝানো হয়েছে, যা মূলত শাস্তি ও কষ্টের কারণ হবে এবং এর দ্বারা সে তার অবাধ্যদেরকে ভয় দেখাবে।

হিসেবে দেখবে তা হবে দগ্ধকারী আণ্ডন আর যাকে আণ্ডন হিসেবে দেখবে মূলত সেটাই হবে সুপেয় পানি। এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের আণ্ডনকে সুপেয় ঠাণ্ডা পানিতে রূপান্তরিত করবেন তাদের জন্য যারা তাকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা প্রকাশ করবে। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের জন্য নমরূদের আণ্ডনকে শীতল ও আরামদায়ক করে দিয়েছিলেন। আর দাজ্জালের সত্যতার প্রমাণের জন্য যা দিয়েছেন তা দগ্ধকারী আণ্ডনে পরিণত করবেন। মূলকথা হলো, সে ফিতনাহ প্রসার করার জন্য যা কিছুই প্রকাশ করবে তা বাস্তব নয় বরং তা ধারণা ও ধাধা, যেমনটি যাদুকররা করে থাকে। আর আল্লাহ সেগুলোকে বাস্তব আগুন ও পানিতে পরিণত করতে সক্ষম। যেহেত্ তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

অতএব তোমাদের মধ্যে যারা দাজ্জাল ও তার কার্যাবলী দেখবে তারা যেন তার আগুনকেই গ্রহণ করে এবং তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করে। তার আগুনকে কোন পরোয়া না করে, কেননা তার আগুন মূলত সুপেয় পানি হবে অথবা আল্লাহ তা পানিতে রূপান্তরিত করে দিবেন।

সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় আছে, (الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْفَيْنِ) অর্থাৎ দাজ্জালের একচক্ষু কপালের ন্যায় সমান থাকবে, তাতে চোখের কোন চিহ্ন থাকবে না। তার উপর মোটা মাংসখণ্ড বা চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকবে। আর তার দুই চোখের মাঝে (كَافِلُ) লেখা থাকবে। যা প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তি পড়তে পারবে। সে শিক্ষিত হোক বা না হোক। সহীহ মুসলিমে মু'মিন এর পরিবর্তে মুসলিম কথা উল্লেখ আছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ ৫৪৭৩, ফাতহুল বারী ১৩/৭১৩০)।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ হুযায়ফাহ ইবন আল-ইয়ামান (রাঃ)

🧕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন